ভারততাত্ত্বিক অধ্যাপক আলস্‌ডর্ফ-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

শিবব্রত রায়

লুডভিগ আলস্‌ডর্ফ জৈনধর্মের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি প্রায়শই ভারতবর্ষে আসতেন এবং ভারত-সম্পর্কিত নানা ধরনের চিন্তাভাবনা জার্মান সমাজকে ভারতকে ঠিকমতো বোঝার জন্য বিশদভাবে জানাতেন।

আলস্‌ডর্ফ জন্মেছিলেন ৮ আগস্ট ১৯০৪ সালে রাইনল্যান্ডের লাউফেরভাইলার-নামে একটি ছোটো শহরে। পড়েছেন ভারততত্ত্ব, ভাষা বিজ্ঞান, পারসিক ও আরবি ভাষা হাইডেলবেয়ার্গ এবং হামবুর্গে। ডক্টরেট-ভূষিত হন ১৯২৮ সালে হামবুর্গে। এ সম্পর্কে তাঁর বিষয় ছিল কুমারলাল প্রতিবোধিকা— প্রতিবেদন অপভ্রংশকে ভালোভাবে বোঝার জন্য এবং জৈনধর্মের কথসাহিত্য।

অক্টোবর ১৯৩০ থেকে মে ১৯৩২ পর্যন্ত আলস্‌ডর্ফ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ও ফরাসি ভাষার রিডার ছিলেন। পণ্ডিতদের কাছে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছেন এবং অধ্যাপক হওয়ার জন্য তাঁর ১৯৩৫ সালে দাখিল করা তত্ত্ব ছিল :

হরিবংশপুরাণ, অপভ্রংশ পৃথিবীর ইতিহাস। আলস্‌ডর্ফ প্রমাণ করেন যে বাসুদেব হিন্দি— যা জৈন মাইথোলজির হরিবংশের অংশ মাত্র, হারিয়ে যাওয়া বৃহৎকথা, গুণাঢ্যের লেখার একটা নতুন version। বৃহৎকথা জৈনদের বিশদ বিবরণ— হয়তো সবচেয়ে পুরাতন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আলস্‌ডর্ফ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে lecturer ছিলেন। তিনি অপভ্রংশ সম্পর্কিত কাজ সবসময়েই চালিয়ে যেতেন। তিনি জৈন সমাজে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা নিয়ে আলোচনার একটি বই বার করেন— ফরাসি ভাষায় নাম : *Les etudes Jaina* প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে প্যারিসে।

১৯৪০ সালে আলস্‌ডর্ফ প্রকাশ করেন তাঁর বই 'ভারতবর্ষ' (*Indien*)। এটি লেখা প্রধানত ব্রিটিশ-ভারত এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর। ১৯৪২ সালে প্রকাশ করেন 'জার্মান-ভারত আত্মিক চিন্তার সম্পর্ক'— প্রধানতই জার্মান-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

যুদ্ধশেষে (১৯৫০ সালে) আলস্‌ডর্ফ নিয়োজিত হন হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপক হিসাবে।

আলস্‌ডর্ফ ভারত সম্বন্ধে বই লিখেছেন অনেক। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত তিনি খ্যাতনামা জার্মান ভারততাত্ত্বিক H. Lueders-এর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বই 'বৈদিক ঈশ্বর বরুণ' আবার নব কলেবরে ফিরিয়ে আনেন।

আলস্‌ডর্ফ ভারতে এসেছিলেন বারো বার। ১৯৭৮ সালে একবার শ্রীলঙ্কা ভ্রমণের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৫ মার্চ হামবুর্গে প্রয়াত হন।

ভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আলস্‌ডর্ফের ডাক পড়ে ১৯৪১ সালে বার্লিনে। তদানীন্তন জার্মান সরকার নেতাজীকে স্বাগত জানায় ১৯৪১ সালের ৩ এপ্রিলে। জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মসচিব এয়ারন্সট্‌ ফন ভাইৎসেকার (Ernst von Weizsacker) নেতাজীকে সাহায্যের জন্য দুটি সাহায্যকারি কমিটি গঠন করেন :

১. অসামরিক : আলস্‌ডর্ফ, থীমে এবং হফ্‌মান Alsdorf/Thieme/Hoffmann এতে ছিলেন। সকলেই ভারত-তাত্ত্বিক।

২. সামরিক : এতে ছিলেন আডালবেয়ার্ট সাইফ্রীৎজ এবং হারবিখ্‌।

এই প্রতিবেদক ১৯৫৫ সালে আলস্‌ডর্ফের সঙ্গে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা করে এবং বিশদভাবে নেতাজী সম্বন্ধে আলোচনা করে। নেতাজীর অসামরিক পরামর্শদাতা হিসেবে, আলস্‌ডর্ফ নেতাজীর সঙ্গে ঘন ঘনই সাক্ষাৎ করতেন।

প্রতিবেদক আলস্‌ডর্ফের সঙ্গে আলোচনার একটি সারাংশ নীচে পরিবেশন করছে :

প্রতিবেদক : বার্লিনে নেতাজীর সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কবে?

আলস্‌ডর্ফ : ১৭ বা ১৮ মে ১৯৪১ সালে হোটেল একসেলসিওর-এ।

প্রতিবেদক : নেতাজীর সম্বন্ধে আপনার কোনো আগাম খবর ছিল?

আলস্‌ডর্ফ : ১৯৪০ সালে আমার লেখা বই 'ভারতবর্ষ'তে আমি নেতাজীর উপর অনেকটাই লিখেছিলাম। আমি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সব প্রয়োজনীয় খবরই রাখতাম।

প্রতিবেদক : আপনাকে বৈদেশিক মন্ত্রক নেতাজীর কাছে পাঠান। আপনি কি জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রকে কাজ করতেন?

আলস্‌ডর্ফ : কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি নিজে সৈনিক ছিলাম। আমি ছিলাম ফ্রান্সে। যেখান থেকে আমাকে বার্লিনে নিয়ে আসা হয় এবং ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটির একজন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ আরম্ভ করি। জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রকের এই কমিটির প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল নেতাজীর সহায়তায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে সব রকমের সাহায্য দেওয়া এবং ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করা। নেতাজীকে এঁরা সম্বোধন করতেন Your Excellency বলে। নেতাজী চেয়েছিলেন সেই সময়ে একটি স্বাধীন ভারতীয় সরকার গঠন করতে। কিন্তু মহাযুদ্ধের সেই পটে জার্মানদের তরফ থেকে নেতাজীকে উপদেশ দেওয়া হয় এই সরকার গঠন কিছু পরে করতে। এর গঠনমূলক কাজ শুরু করতে নেতাজীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে সমস্ত ইউরোপে বসবাসকারী ভারতীয়কে একত্রিত করার কাজ শুরু হয়। নেতাজী তাঁর সহকারী হিসেবে এ.সি. নাম্বিয়ারকে ডেকে বিশেষ দায়িত্ব দেন। গিরিজা মুখার্জীর উপর ভার দেওয়া হয় বেতার স্টেশনের। প্রথমে এর কেন্দ্র ছিল বার্লিন এবং দৈনিক প্রায় সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় এই বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতীয়দের স্বাধীনতার যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ কর হত। পরে এই স্বাধীন ভারতের বেতার কেন্দ্রকে হল্যান্ডের হিলভারসউম (Hilversum)-এ স্থানান্তরিত করা হয়। এর কাজকর্ম চলত সেখানকার একটি হোটেল থেকে— যেখানে সমস্ত কাজ চালু করার জন্য স্বয়ং নেতাজী কিছুদিন বসবাস করেছেন। গানপুলেকে (Ganpuley) কর্মসচিবের ভার দেওয়া হয়। এ বাদে গানপুলে নাম্বিয়ারের সঙ্গে সংগঠনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। যুদ্ধের শেষের দিকে যখন হল্যান্ড থেকে জার্মানরা পিছিয়ে আসে— তখন এই বেতার কেন্দ্রকে নিয়ে আসা হয় হেলমস্টেড (Helmstedt)-এ পশ্চিম জার্মানিতে। জার্মানির নাৎসি সরকারের মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা পর্যন্ত এখানেই স্বাধীন ভারতের বেতার কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। জার্মান সরকারের দৃষ্টি এই ভারত-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি খুবই ভালো কাজ করেছে। এরা সহায়তা করেছে— স্বাধীন ভারতীয় কেন্দ্র তৈরি করতে, খবরের কাগজ বার করতে, জার্মানি এবং ভারতের দার্শনিক তথ্যকে একত্রীভূত করে জনসাধারণকে পৌঁছে দিতে। জার্মান জনসাধারণের কাছে ভারতকে কাছাকাছি আনতে।

প্রতিবেদক : এই স্বাধীন বেতারকেন্দ্র কি জার্মান নাৎসিদের propaganda machine এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না?

আলস্‌ডর্ফ : কখনোই না। নাৎসিদের মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এক বিশেষ propaganda-র ধাঁচ ছিল। বিশেষ ভারতীয় কমিটির এক শক্তিশালী সদস্য ছিলেন ফুর্যটভেংলার (Furtwangler)— তিনি এই বেতার কেন্দ্রকে নাৎসি এবং SS বাহিনীর হাতের বাইরে রেখেছিলেন। ফুর্যটভেংলারকে ২০ জুলাইয়ের হিটলারের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে নাৎসিরা গুলি ক'রে হত্যা করে।

গ্রীষ্মকাল ১৯৪১। সুভাষচন্দ্র কিছুদিনের জন্য জার্মান সরকারের ব্যবস্থানুযায়ী Bad Gastein-নামে একটি ছোটো পার্বত্য শহরে এমিলি শেংকেল-সহ (Emilie Schenkel) ছিলেন। আমার কাছে হঠাৎ জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের থেকে আদেশ এল সুভাষের সঙ্গে দিন কতক কাটাবার জন্য। এই সময়ে জার্মান আক্রমণ শুরু হয় রাশিয়ার দিকে। সময়টা ছিল জুলাইয়ের শেষে ১৯৪১ সালে। আমি দিন তিনেক ছিলাম সুভাষের সঙ্গে। আমরা প্রায়শই পাহাড়ী রাস্তায় চলাফেরা করতাম এবং ভারতের স্বাধীনতাকে কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে নিয়ে আলোচনা করতাম। এ বাদে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করতাম। আমার' যতদূর মনে হয়— সুভাষ এই সংগ্রামের পথ ও চেহারা নিয়ে বেশ দ্বিধায় ছিলেন। জার্মানি থেকে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালানোর যে প্রচণ্ড অসুবিধা ছিল— সেটা সুভাষ বুঝতেন— এবং এ নিয়ে সুভাষ খুবই চিন্তায় ছিলেন।

সুভাষের যাঁরা সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন তাঁরা প্রথমে

ঠিক করেন যে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে নবগঠিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে (Indian Legion) জার্মান সামরিক অধিকর্তাদের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে খাইবার পাসের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং পাঠান উপজাতীদের সহায়তায় ভারতে প্রবেশ।

সুভাষ এতে রাজি হন নি। তিনি সিংহগর্জনে জানিয়ে দেন যে এই সংগ্রামে ভারতে প্রথম পা রাখবেন শুধুমাত্র ভারতীয় সেনারা। তার ওপর খাইবার পাসের মতো মুখচাপা জায়গায় ইংরেজদের সামরিক শক্তি এই ইন্দো-জার্মান বাহিনীকে যথেষ্ট বেগ দেবে। ইন্দো-র্জামানদের যুদ্ধের মালমশলার Supply line-এর দৈর্ঘ্য পরাধীন ভারতে অধিষ্ঠিত ইংরেজ সেনাদের Supply line-এর অনেক বেশি হবে। এর পরিণাম হবে পরাজয়। জার্মান Military analyst-দের কিন্তু ধারণা ছিল যে ভারতের জনসাধারণ যখন জানতে পারবে যে ভারতকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ইন্দো-জার্মান সেনাবাহিনী খাইবার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে— তখন সমস্ত ভারতে গণঅভ্যুত্থান হবে।

যদিও এই বিশ্লেষণের যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল তবুও সুভাষচন্দ্র এই অবধারিত ধ্বংস এবং মৃত্যুকে গ্রহণ করেন নি। সুভাষের এই চিন্তা Realpolitik-কে প্রতিবিম্বিত করে। আমি সুভাষের এই বিবেচনাকে খুবই প্রশংসা করি।

প্রতিবেদকের মন্তব্য :

২৯.৫.৪২-এ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎকার হয়; সঙ্গে ছিলেন সুভাষের সামরিক উপদেষ্টাদের একজন; নাম জেনারেল ফন ট্রুটৎসু সলজ (Von Trott Zu Solz)। এই সাক্ষাৎকারের সময়ে সুভাষচন্দ্র এবং হিটলারের যে কথাবার্তা হয়েছিল— তার সাক্ষী ছিলেন জেনারেল ট্রুট্। এই তরুণ জেনারেলকে হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে (২০ জুলাইয়ের ষড়যন্ত্র) গুলি করে হত্যা করা হয়। সুভাষচন্দ্র এবং হিটলারের সাক্ষাতের ফলাফল হল— ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ব এশিয়া থেকে চালাতে হবে এবং জার্মানি এর জন্য সুভাষচন্দ্রকে সহায়তা দিয়ে জাপানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

আলস্‌ডর্ফ জার্মানির Indian Legion-এর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাকে এর পুরো বিবরণ জানান। তিনি বলেন এর সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আমি কীভাবে Indian Legion তৈরি হয়েছিল তার পুরো ইতিহাস 'জয়শ্রী'র (পৌষ ১৪১৪) মাধ্যমে আপনাদের পরিবেশন করেছি। সুতরাং এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আপাতত করতে চাই না।

আমার এই বিবরণীতে যে-সব ভারতীয়দের নাম উদ্ধৃত আছে তাঁরা স্বাধীন ভারতে কীভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তা নীচে জানাচ্ছি :

১. এ. সি. নাম্বিয়ার : স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে জওহরলাল এঁকে জার্মানিতে নিয়োগ করেন। পরে বসবাস করতেন জ্যুরিখে (Zuerich)। মারা যান সেখানেই।

২. গিরিজাকমার মুখার্জী : স্বাধীন ভারত যখন জার্মানিতে বন (Bonn) শহরে প্রথম Embassy খোলে তখন এঁকে নিয়োজিত করা হয় Cultural Minister at the Embassy। অবসরপ্রাপ্তির পর ইনি আমাকে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কোথায় প্রয়াত হয়েছেন আমার জানা নেই।

৩. এন. জি. গানপুলে : স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জওহরলাল এঁকে নিয়ে আসেন ভারতে একটি প্রকাণ্ড জার্মান ইঞ্জিনিয়ার দলের সঙ্গে। এই জার্মানদের কয়েকজনকে Hindustan Machine Tools এবং আর কয়েকজনকে Hindustan Aeronautics-এ নিয়োগ করা হয়। Hindustan Aeronautics-এর জার্মান প্রযুক্তির যন্ত্রবিদদের যিনি মুখ্য ছিলেন— তাঁর নাম অধ্যাপক টাংক (Prof. Tank)। ইনি যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানিতে জেট বিমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। গানপুলের সহায়তায় সরকার এঁকে ভারতে নিয়ে আসেন Hindustan Aeronautics-এ জেট বিমান তৈরির ভিত্তি স্থাপনের জন্য। গানপুলে প্রয়াত হন পুণাতে।

লেখক প্রসঙ্গে :

প্রতিবেদক শিবব্রত রায়কে এখনকার জার্মান রাষ্ট্রপতি ২০০৮ ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে একটি Award দিয়েছেন যার জার্মান নাম হল Bundesverdienst krenz। ইংরেজিতে একে বলা হয় Federal German Cross for Merit।